www.icb.gov.bd

আইসিবি পরিক্রমা

সাম্প্রতিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী
আইসিবির গুরুত্বপূর্ণ কর্মকান্ড
অভ্যন্তরীণ অর্থনীতি
পুঁজিবাজার
পাঠশালা
শুদ্ধাচার কর্ণার
অভিব্যক্তি

সংখ্যা ২০ | পৌষ ১৪২৫, ডিসেম্বর ২০১৮ | ত্রৈমাসিক নিউজ লেটার

ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ
INVESTMENT CORPORATION OF BANGLADESH
TOUCHING THE **BLUE**

জাতীয় অর্থনীতিতে পুঁজিবাজার এবং আইসিবি

একটি দেশের টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন নির্ভর করে সে দেশের ধারাবাহিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে জনগণের সম্পৃক্ত হওয়ার মাধ্যমে। এক্ষেত্রে পুঁজিবাজার এমন একটি প্লাটফর্ম যেখানে অধিক সংখ্যক জনগণের সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করা সম্ভব। বৃহৎ জনগোষ্ঠীর দেশ হিসেবে দেশী বা প্রবাসীদের সঞ্চয়কে দেশের সম্ভাবনাময় খাতে বিনিয়োগের প্রধান ক্ষেত্র হিসেবে সমাদৃত পুঁজিবাজার যা বিনিয়োগকারীগণের বিকল্প আয়ের উৎস হিসেবেও বিবেচিত। বিগত ৪১ বছর যাবৎ দেশের পুঁজিবাজারে সাফল্যের সাথে লাভজনকভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে বাংলাদেশের একমাত্র রাষ্ট্র মালিকানাধীন বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি) যার প্রতিষ্ঠার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল বিনিয়োগের ক্ষেত্র সম্প্রসারণ ও উৎসাহ প্রদান, পুঁজিবাজার উন্নয়ন এবং সঞ্চয় সংগ্রহ। আইসিবি প্রতিষ্ঠার সূচনালগ্ন হতে ইনভেস্টরস্ স্কিম চালুর মাধ্যমে দেশের জনগণকে সর্বপ্রথম পুঁজিবাজারের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়। বাংলাদেশের ইতিহাসে আইসিবি কর্তৃক মিউচ্যুয়াল ফান্ড ধারণার প্রবর্তন একটি মাইলফলক উদ্যোগ যার ফলস্বরূপ ১৯৮০ ও ১৯৮১ সালে যথাক্রমে ১ম আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড ও আইসিবি ইউনিট ফান্ড বাজারজাতকরণের মাধ্যমে দেশের সর্বস্তরের জনগণের মাঝে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের ধারণার সৃষ্টি হয়। এরই ধারাবাহিকতায় আইসিবি সৃষ্ট ইনভেস্টরস্ স্কিম, মিউচ্যুয়াল ফান্ড ও ইউনিট ফান্ড-এর কার্যক্রম স্বীকৃত, নিরাপদ ও লাভজনক বিনিয়োগ মাধ্যম/ইন্সট্রুমেন্ট হিসেবে দেশব্যাপী সফলতার সাথে পরিচালিত হচ্ছে। এ ছাড়া, বিনিয়োগের ক্ষেত্র সম্প্রসারণের মাধ্যমে আইসিবি এ পর্যন্ত বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতিতে জ্বালানী, বিদ্যুৎ, যোগাযোগ ব্যবস্থা, বস্ত্র ও পাট, স্বাস্থ্য, সেবা খাতসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে বহু সফল প্রতিষ্ঠান সৃষ্টিতে সহায়ক ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। ফলশ্রুতিতে শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার মাধ্যমে আইসিবি দেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি সফল উদ্যোক্তা সৃষ্টিতেও রেখেছে গুরুত্বপূর্ণ অবদান।

বিগত পাঁচ বছরের গড় জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার এবং তদানুযায়ী পুঁজিবাজারের বাজার মূলধন ও জিডিপির অনুপাত লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের পুঁজিবাজার সফলভাবে জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রেখে চলেছে। এক্ষেত্রে আরও অবদান রাখার লক্ষ্যে আমরা কাজ করে যাচ্ছি এবং আমরা আশাবাদী। উল্লেখ্য, বিগত পাঁচ বছরের পর্যালোচনায় বাংলাদেশের পুঁজিবাজারে প্রতিবছর যে পরিমাণ লেনদেন সংঘঠিত হয়েছে তার প্রায় ১০ শতাংশ লেনদেন বাংলাদেশের একমাত্র রাষ্ট্র মালিকানাধীন বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান আইসিবি এর মাধ্যমে সম্পন্ন হয় যা অর্থনীতির গতিকে বেগবান করার ক্ষেত্রে কার্যকর প্রভাবক হিসেবে কাজ করে থাকে। এক্ষেত্রে, পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ করা, সিকিউরিটিজের চাহিদা ও যোগানের সমন্বয় করা, সরকার মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের সিকিউরিটিজ পুঁজিবাজারে অফলোড করা, সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের বিশেষ প্রণোদনা প্রদান করা, ইনভেস্টরস্ স্কিমে ক্ষতিগ্রস্ত বিনিয়োগকারীগণকে সুদ মওকুফ সুবিধা প্রদান, রুগ্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে যথাযথ সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে মূল পুঁজিবাজারে ফিরিয়ে আনার মাধ্যমে বিনিয়োগকারীগণের আস্থা ফিরিয়ে আনা অন্যতম। এ ছাড়া, বাংলাদেশের পুঁজিবাজারকে আরও স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতার আওতায় আনার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক বিভিন্ন আইন, বিধিমালা প্রণয়নে আইসিবি মতামত প্রদান ও সক্রিয় অংশগ্রহণ অব্যাহত রেখে চলেছে। ফলে পুঁজিবাজারে বিভিন্ন ধরণের কারসাজি রোধ করাসহ পুঁজিবাজারের স্থিতিশীলতা নিশ্চিতকরণ সম্ভবপর হচ্ছে।

উপদেষ্টা পরিষদ

উপদেষ্টামন্ডলীর সভাপতি

প্রফেসর ড. মজিব উদ্দিন আহমদ

চেয়ারম্যান, আইসিবি পরিচালনা বোর্ড

উপদেষ্টামন্ডলী

মুহাম্মদ আলকামা সিদ্দিকী

পরিচালক, আইসিবি পরিচালনা বোর্ড

এ.বি.এম রুহুল আজাদ

পরিচালক, আইসিবি পরিচালনা বোর্ড

মোঃ আবদুর রহিম

পরিচালক, আইসিবি পরিচালনা বোর্ড

মনজুর আহমদ

পরিচালক, আইসিবি পরিচালনা বোর্ড

মোঃ ওবায়েদ উল্লাহ আল মাসুদ

পরিচালক, আইসিবি পরিচালনা বোর্ড

মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম

পরিচালক, আইসিবি পরিচালনা বোর্ড

মোঃ আব্দুছ ছালাম আজাদ

পরিচালক, আইসিবি পরিচালনা বোর্ড

সৈয়দ শাহরিয়ার আহসান

পরিচালক, আইসিবি পরিচালনা বোর্ড

সম্পাদনা পরিষদ

প্রধান সম্পাদক

কাজী ছানাউল হক

ব্যবস্থাপনা পরিচালক

সম্পাদকমন্ডলী

মোঃ মোসাদ্দেক-উল-আলম

উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক

মোঃ কামাল হোসেন গাজী

মহাব্যবস্থাপক

মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন

মহাব্যবস্থাপক

দীপিকা ভট্টাচার্য্য

মহাব্যবস্থাপক

মোঃ রফিকুল ইসলাম

মহাব্যবস্থাপক

মোহাম্মদ শাহজাহান

মহাব্যবস্থাপক

মোঃ রিফাত হাসান

মহাব্যবস্থাপক

মাজেদা খাতুন

উপ-মহাব্যবস্থাপক

আহাম্মদ জুলকারনাইন সোহেল

সহকারী মহাব্যবস্থাপক

প্রকাশনায়:

প্লানিং এন্ড রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

আইসিবি প্রধান কার্যালয়, ঢাকা - ১০০০।

ওয়েবসাইট: www.icb.gov.bd ই-মেইল: info@icb.gov.bd, icb@agni.com

সূ | চি

সম্পাদকীয় ০৩

সাম্প্রতিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী ০৪-০৫

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সৌদি আরব সফর
- P4G বৈশ্বিক জোটে বাংলাদেশ
- আন্তর্জাতিক তিন পুরস্কারে ভূষিত বাংলাদেশ
- MNP যুগে বাংলাদেশ
- বিমান বাংলাদেশে দ্বিতীয় ড্রিমলাইনার সংযোজন

আইসিবির গুরুত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ড ০৬-০৯

- ট্যাক্স কার্ড সম্মাননা ২০১৮ পেল আইসিবি
- ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি) এর ৪২তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত
- আইসিএবি পুরস্কার এ ভূষিত আইসিবি
- আইসিবির সার্বিক অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত
- মহান বিজয় দিবসে শহীদদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা
- আইসিবি ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি (এমসিসি) এর ৯৩তম সভা
- আইসিবির শাখা ব্যবস্থাপকদের মতবিনিময় সভা

যোগদান-অবসর গ্রহণ-পদোন্নতি ১০

শোক বার্তা ১০

অভ্যন্তরীণ অর্থনীতি ১১

পুঁজিবাজার ১২-১৪

- বাংলাদেশের শেয়ারবাজার: অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১৮
- বাজার মূলধনের ভিত্তিতে শীর্ষ ৫ কোম্পানি
- লেনদেনের ভিত্তিতে শীর্ষ ৫ কোম্পানি
- সর্বোচ্চ ইপিএস-এর ভিত্তিতে স্টক এক্সচেঞ্জ-এ তালিকাভুক্ত শীর্ষ ৫ কোম্পানি
- সর্বনিম্ন পি/ই-এর ভিত্তিতে স্টক এক্সচেঞ্জ-এ তালিকাভুক্ত শীর্ষ ৫ কোম্পানি
- তালিকাভুক্ত কয়েকটি কোম্পানির আর্থিক বিশ্লেষণ
- বিশ্বের কিছু শেয়ার সূচক

পাঠশালা ১৫

Industry Analysis

শুদ্ধাচার কর্ণার ১৬

এপিএ কর্ণার ১৬

অভিব্যক্তি ১৭-১৮

ক্ষমা কেন চাইব! কেন করব!

আসুন ভালো থাকি, ভালো রাখি

সম্পাদকীয়

২৬ মার্চ ২০১৪ সালে প্রথম প্রকাশনার পর হতে ৫ বছর অতিক্রম করে ধারাবাহিকভাবে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে আইসিবি পরিক্রমার ২০তম সংখ্যা প্রকাশিত হতে যাচ্ছে যা রাষ্ট্রায়ত্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে আইসিবির আরেকটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য হিসেবে বিবেচিত। প্রকাশনার সূচনা লগ্ন হতে আইসিবি পরিক্রমায় দেশের সাম্প্রতিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী, আইসিবির গুরুত্বপূর্ণ কর্মকান্ড, সর্বশেষ পুঁজিবাজার পরিস্থিতি ও অর্থনীতির হালনাগাদ তথ্যাদিসহ কর্পোরেশনের বিভিন্ন স্তরের আগ্রহী কর্মচারীগণের সৃজনশীল লেখনীতে সমৃদ্ধ পাঠশালা, অভিব্যক্তি (বিভিন্ন তথ্যসমৃদ্ধ প্রবন্ধ) কর্পোরেশনের কর্মচারীগণের সন্তানদের লেখনী চর্চায় উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ইয়াংস্টার অধ্যায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। পাশাপাশি, নতুনভাবে সংযোজিত হয়েছে- শুদ্ধাচার, এপিএ ও ইনোভেশন নামক তিনটি কর্ণার। বিষয়ভিত্তিক ও আর্কষণীয় প্রচ্ছদ অলংকরণসহ প্রকাশিত আইসিবি পরিক্রমার প্রতিটি সংখ্যা সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রশংসিত হয়েছে। আইসিবি পরিক্রমার সাফল্যজনক ৫ বছরের পথচলায় আইসিবি পরিক্রমার সাথে সংশ্লিষ্ট সম্মানিত উপদেষ্টা পরিষদ ও সম্পাদনা পরিষদসহ আইসিবির প্লানিং এন্ড রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট, কর্পোরেশনের সকল কর্মচারী, শুভানুধ্যায়ী, পরামর্শক এবং আইসিবি পরিক্রমা প্রকাশনার সাথে সম্পৃক্ত সকলকে আইসিবি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে।

১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ তারিখে মহান মুক্তিযুদ্ধের পরিসমাপ্তির মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশ আজ উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হওয়ার লক্ষ্যে অগ্রসরমান। এরই ধারাবাহিকতায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের উন্নয়নের ধারাকে আরও বেগবান এবং দেশের টেকসই আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের অভীষ্ট লক্ষ্যসমূহকে এগিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে কর্পোরেশন সর্বদা সচেষ্ট থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। আইসিবি ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদনের শিরোনাম করা হয়েছে "Touching the Blue", যা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বপ্নের সাথে একাত্মতারই বহিঃ প্রকাশ এবং এক্ষেত্রে কর্পোরেশন তাঁর স্বীয় কর্মকান্ড দক্ষতার সাথে পরিচালনায় অঙ্গীকারবদ্ধ।

বিগত ০৮ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে সম্মানিত শেয়ার মালিকগণের উপস্থিতিতে হোটেল পুর্বানী ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড-এ আইসিবির ৪২তম বার্ষিক সাধারণ সভা সম্পন্ন হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে আইসিবি এককভাবে ৩৭৭.১৪ কোটি টাকা এবং সাবসিডিয়ারিসহ সম্মিলিতভাবে ৪১৬.৩৩ কোটি টাকা নিট মুনাফা অর্জন করেছে। সভায় আইসিবির ২০১৭-১৮ অর্থবছরের শেয়ার মালিকগণের জন্য ৩০% নগদ এবং ৫% স্টক লভ্যাংশ অনুমোদন করা হয়। এ ছাড়া, ২০১৭-১৮ অর্থবছরের জন্য কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত আইসিবি ইউনিট ফান্ড হতে ইউনিট সার্টিফিকেট প্রতি ৪০.০০ টাকা হারে লভ্যাংশ ঘোষণা করা হয়েছে। কর্পোরেশনের ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন ও উন্নয়নে আইসিবির সাফল্যের অগ্রযাত্রা সম্পর্কে বার্ষিক সাধারণ সভায় শেয়ারমালিকগণের প্রদত্ত বক্তব্য ও দিক নির্দেশনা তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আমরা মনে প্রাণে বিশ্বাস করি।

মহান বিজয়ের মাসে আইসিবি শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্মরণ করছে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে আত্মোৎর্গকারী বীরদের যাদের প্রচেষ্টা এবং প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে আমাদের প্রাণ প্রিয় স্বাধীন বাংলাদেশ। বিজয়ের এই মাসে বিজয়ের গৌরবকে সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে আইসিবি তার অর্জিত সাফল্যের ধারা বজায় রাখার মাধ্যমে দেশের টেকসই উন্নয়নে অবদান রাখতে অঙ্গীকার ব্যক্ত করছে। এ ছাড়াও, আইসিবি পরিক্রমা প্রকাশের সকল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য পূরণের ক্ষুদ্র প্রয়াস সফল করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে বলে আশা করছি।

সাম্প্রতিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সৌদি আরব সফর

সৌদি বাদশাহ সালমান বিন আবদুল আজিজ আল সৌদের আমন্ত্রণে ১৬-১৯ অক্টোবর ২০১৮ পর্যন্ত সৌদি আরবে চার দিনের রাষ্ট্রীয় সফর করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সফরকালে প্রধানমন্ত্রী সৌদি বাদশাহ এবং সৌদি আরবের যুবরাজের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কাউন্সিল অব সৌদি চেম্বার এবং রিয়াদ চেম্বার অব কমার্স নেতৃবৃন্দের সঙ্গে বৈঠক করেন। সফরে বাংলাদেশে ১০০ মেগাওয়াট ক্ষমতার সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন সংক্রান্ত একটি, শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন বিসিইসি এবং সৌদি ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ডাইমেনশনের মধ্যে একটি এবং সৌদি হানওয়া প্রকৌশল ও নির্মাণ সংস্থা, বাংলাদেশের শিল্প মন্ত্রণালয়ের মধ্যে একটি এবং বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ ও সৌদি আরবের আল বাওয়ানির মধ্যে একটিসহ সর্বমোট ৫ (পাঁচ) টি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষরিত হয়।

এ ছাড়াও, সৌদি রাজধানী রিয়াদের কূটনৈতিক এলাকায় বাংলাদেশ চ্যান্সারি ভবন উদ্বোধন এবং জেদ্দায় বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার এ সফর দু'দেশের সম্পর্কোন্নয়নে সুদূর প্রসারী ভূমিকা রাখবে।

বৈশ্বিক জোট P4G-(পার্টনারিং ফর গ্রীন গ্রোথ এন্ড দি গ্লোবাল গোলস্-২০৩০)-এ বাংলাদেশ

গত ১৯-২০ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেন-এ প্রথমবারের মত অনুষ্ঠিত P4G সম্মেলনে বাংলাদেশ এ জোটে যোগদানের সিদ্ধান্ত জানায়। ২০১৭ সালে নিউইয়র্কে জাতিসংঘের ৭২তম সাধারণ পরিষদের অধিবেশনের সাইড লাইনে ডেনমার্কের নেতৃত্বে চিলি, ইথিওপিয়া, কেনিয়া, মেক্সিকো, দক্ষিণ কোরিয়া এবং ভিয়েতনামসহ কয়েকটি আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি নতুন বৈশ্বিক জোট হিসেবে P4G গঠিত হয় । "টেকসই প্রবৃদ্ধি একটি নতুন বৈশ্বিক চালিকা শক্তি" হিসেবে পরিচিত এ পদক্ষেপটির লক্ষ্য হলো- টেকসই উন্নয়নের জন্য উদ্যোক্তা, স্থানীয় ও জাতীয় নেতৃত্ব, বিনিয়োগকারীদের সাথে একটি উদ্ভাবনশীল অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করা। P4G-এর লক্ষ্য টেকসই উন্নয়ন এজেন্ডা-২০৩০ এর আলোকে জ্বালানী, পানি, বাস্তুসংস্থান, ভূমির টেকসই ব্যবহার, টেকসই শহর, খাদ্য নিরাপত্তা এবং অর্থনীতির নতুন ধারণাকে বাস্তবায়ন করা। এ জোটে যোগদানের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ও প্যারিস জলবায়ু চুক্তিতে উল্লিখিত লক্ষ্যসমূহ পূরণে বাংলাদেশ বিশেষ ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা যায়।

আন্তর্জাতিক তিন পুরস্কারে ভূষিত বাংলাদেশ

দেশের প্রথম বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইট প্রকল্পে পাওয়া আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিসহ তিনটি আন্তর্জাতিক পুরস্কার অর্জন করেছে বাংলাদেশ। গত ১২ নভেম্বর ২০১৮ মন্ত্রী পরিষদ বিভাগের নিয়মিত বৈঠকে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের জন্য এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের তথ্য প্রযুক্তি খাতের অন্যতম সংগঠন অ্যাসোসিও কর্তৃক 'অ্যাসোসিও অ্যাওয়ার্ড', 'অ্যাসোসিও ডিজিটাল গভর্মেন্ট অ্যাওয়ার্ড' এবং 'গ্লোবাল অ্যাওয়ার্ড অব চাইল্ড লেবার এলিমিনেশন অ্যান্ড ইমপ্রুভমেন্ট অব ওয়ার্কার্স সিচ্যুয়েশনস্' মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর শেখ হাসিনার নিকট হস্তান্তর করা হয়।

MNP যুগে বাংলাদেশ

মোবাইল ফোনের নম্বর অপরিবর্তিত রেখে অপারেটর বদলের সুবিধাকে বলা হয় Mobile Number Portability বা MNP সেবা। গত ১ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে বিশ্বের ৭২তম দেশ হিসাবে বাংলাদেশে MNP সেবা চালু হয় এবং ২১ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আনুষ্ঠানিকভাবে এ সেবার উদ্বোধন করেন। পৃথিবীর খুব সীমিত দেশে প্রচলিত এ সেবার উদ্বোধন ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনের পথে একটি অন্যতম অর্জন। এ সেবা চালু হওয়ার ফলে গ্রাহকরা তাদের নম্বর অপরিবর্তিত রেখেই তাদের প্রয়োজন ও পছন্দ অনুযায়ী যে কোনো মোবাইল কোম্পানির সেবা নিতে পারবেন। গ্রাহক যে অপারেটরে যেতে চান, তাদের গ্রাহকসেবা কেন্দ্রে গিয়ে প্রযোজ্য ফি দিয়ে সিম তুলতে হবে যা ৭২ ঘণ্টার মধ্যে সক্রিয় হবে। MNP সেবা চালুর ফলে মোবাইল কোম্পানিগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক সেবার মান বৃদ্ধি পাবে।

বিমান বাংলাদেশে দ্বিতীয় ড্রিমলাইনার সংযোজন

বিজয়ের মাস ডিসেম্বরে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের বহরে যুক্ত হয় বিশ্বের সর্বাধুনিক প্রযুক্তি সংবলিত দ্বিতীয় ড্রিমলাইনার "হংসবলাকা"। ০৫ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বোয়িং ৭৮৭-৮ ড্রিমলাইনারটি উদ্বোধন ও পরিদর্শন করেন। ড্রিমলাইনার হংসবলাকা যুক্ত হওয়ার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ বিমান বহরে উড়োজাহাজের সংখ্যা ১৫-তে উন্নীত হলো। এর আগে গত ১৯ আগস্ট বিমান বহরে যুক্ত হয় প্রথম ড্রিমলাইনার "আকাশবীণা"। গত ১০ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখ হতে ড্রিমলাইনার উড়োজাহাজ এর মাধ্যমে ঢাকা-লন্ডন রুট, ঢাকা-দাম্মাম রুট এবং ঢাকা-ব্যাংকক রুটে ফ্লাইট পরিচালনা শুরু হয়। টানা ১৬ ঘণ্টা উড়তে সক্ষম ড্রিমলাইনার পরিচালনায় অন্যান্য বিমানের তুলনায় প্রায় ২০ শতাংশ জ্বালানি সাশ্রয় হবে। ভূমি থেকে বিমানটির উচ্চতা ৫৬ ফুট এবং বিমানটির ককপিট থেকে টেল (লেজ) পর্যন্ত ২৩ লাখ যন্ত্রাংশ রয়েছে। প্রতিটি আসনের সামনে প্যানাসনিকের

এলইডি এস-মনিটর রয়েছে। যাত্রাপথে সরাসরি ৯টি টিভি চ্যানেল দেখা যাবে। অত্যাধুনিক বোয়িং ৭৮৭-৮ ড্রিমলাইনারে যাত্রীদের ইন্টারনেট ব্যবহারের জন্য রয়েছে ওয়াইফাই সুবিধা। এ ছাড়া, মোবাইল ফোনে রোমিং সুবিধা থাকলে আকাশে উড্ডয়নের সময় ফোনে যোগাযোগ করতে পারবে যাত্রীরা।

আইসিবির গুরুত্বপূর্ণ কর্মকান্ড (অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৮)

ট্যাক্স কার্ড সম্মাননা ২০১৮ পেল আইসিবি

২০১৭-১৮ কর বছরে "অ-ব্যাংকিং আর্থিক" শ্রেণিতে ২য় সর্বোচ্চ আয়কর প্রদানকারী নির্বাচিত হওয়ায় অর্থ মন্ত্রণালয়ের জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি) কে ট্যাক্স কার্ড সম্মাননা ২০১৮ প্রদান করা হয়। ১২ নভেম্বর ২০১৮ তারিখ রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিত ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর চেয়ারম্যান জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া এর নিকট হতে পুরস্কার গ্রহণ করেন কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক কাজী ছানাউল হক।

ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি) এর ৪২তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি) এর ৪২তম বার্ষিক সাধারণ সভা ৮ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখ হোটেল পুর্বানী ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। আইসিবি পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মজিব উদ্দিন আহমদ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় আইসিবির ব্যবস্থাপনা পরিচালক কাজী ছানাউল হক এবং অন্যান্য পরিচালকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সভায় বিপুল সংখ্যক শেয়ারহোল্ডার অংশগ্রহণ করেন। সভায় শেয়ারহোল্ডারগণ আইসিবি এবং এর সাবসিডিয়ারি কোম্পানিসমূহের ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন এবং নিরীক্ষিত হিসাব সম্পর্কে বিস্তারিত পর্যালোচনা করেন। কর্পোরেশনের অব্যাহত উন্নতির জন্য তাঁরা সন্তোষ প্রকাশ করেন। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে আইসিবি এককভাবে এবং সাবসিডিয়ারিসহ সম্মিলিতভাবে যথাক্রমে ৩৭৭.১৪ কোটি টাকা এবং ৪১৬.৩৩ কোটি টাকা নিট মুনাফা অর্জন করেছে। শেয়ারহোল্ডারগণ ২০১৭-১৮ অর্থবছরের জন্য ৩০% নগদ এবং ৫% স্টক লভ্যাংশ অনুমোদন করেন। ইতঃপূর্বে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের জন্য কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত আইসিবি ইউনিট ফান্ড হতে ইউনিট সার্টিফিকেট প্রতি ৪০.০০ টাকা হারে লভ্যাংশ ঘোষণা করা হয়েছে। এ ছাড়া, সভায় আইসিবি এবং এর সাবসিডিয়ারি কোম্পানিসমূহের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিরলস প্রচেষ্টা এবং উদ্যোগের জন্য ভূয়সী প্রশংসা করা হয় এবং ভবিষ্যতেও পুঁজিবাজারে আইসিবি ভূমিকা ও অবস্থান সুদৃঢ় থাকবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়। আইসিবি পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান ও আইসিবির ব্যবস্থাপনা পরিচালক তাঁদের অব্যাহত সমর্থন ও সহযোগিতার জন্য শেয়ারহোল্ডার, বিএসইসি, স্টক এক্সচেঞ্জসমূহ এবং অর্থ মন্ত্রণালয়সহ সকল স্টেকহোল্ডারগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

আইসিএবি পুরস্কার এ ভূষিত আইসিবি

পাবলিক সেক্টর এন্টিটিজ ক্যাটাগরিতে 'বেস্ট প্রেজেন্টেড অ্যানুয়াল রিপোর্ট ২০১৭'-এর জন্য প্রথম স্থানের পুরস্কার পেয়েছে ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি)। ২৪ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখ রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলের বলরুমে এক অনুষ্ঠানে এই পুরস্কার প্রদান করে দি ইন্সটিটিউট অব চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস্ অব বাংলাদেশ (আইসিএবি)। পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিত। অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিত এর হাত থেকে পাবলিক সেক্টর এন্টিটিজ ক্যাটাগরিতে 'বেস্ট প্রেজেন্টেড অ্যানুয়াল রিপোর্ট ২০১৭'-এর জন্য প্রথম স্থানের পুরস্কার গ্রহণ করেন আইসিবি পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মজিব উদ্দিন আহমদ ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক কাজী ছানাউল হক।

আইসিবির সার্বিক অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত

১৯ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখ ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি) এর সার্বিক অগ্রগতি বিষয়ে একটি পর্যালোচনা সভা আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব জনাব মোঃ আসাদুল ইসলাম মহোদয় এর সভাপতিত্বে কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয়ের বোর্ডরুমে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় কর্পোরেশনের সার্বিক অগ্রগতি ও ভবিষ্যত পরিকল্পনা সম্পর্কিত বিষয়াদি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন এর মাধ্যমে সচিব মহোদয়কে অবগত করা হয়। এ ছাড়াও, সফটওয়্যারের মাধ্যমে ২০০৪ সাল হতে বর্তমান পর্যন্ত মার্কেট অ্যানালাইসিস সচিব মহোদয়ের সম্মুখে উপস্থাপন করা হয়। উল্লেখ্য, পর্যালচনা সভায় পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন ও মার্কেট অ্যানালাইসিস বিষয়ে ভূয়সী প্রশংসা করা হয়। সভায় কর্পোরেশনের পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মজিব উদ্দিন আহমদ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক কাজী ছানাউল হক, অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ নাসির উদ্দিন আহমেদ, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ মোসাদ্দেক-উল-আলম ও সচিবের একান্ত সচিব জনাব মোহাম্মদ আবদুল আওয়াল কর্পোরেশনের মহাব্যবস্থাপকগণসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন।

মহান বিজয় দিবসে শহীদদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা

১৬ ডিসেম্বর ২০১৮ মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি) এর পক্ষ থেকে মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে শহীদ ও বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি সম্মান জানিয়ে সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করা হয়। এতে আইসিবি ও এর সাবসিডিয়ারি কোম্পানির সর্বস্তরের কর্মচারীগণ অংশগ্রহণ করেন।

আইসিবি ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি (এমসিসি) এর ৯৩তম সভা

আইসিবি ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি (এমসিসি) এর ৯৩তম সভা ৯ অক্টোবর ২০১৮ তারিখ কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয় (লেভেল-১৫) এ ব্যবস্থাপনা পরিচালক কাজী ছানাউল হক এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় কর্পোরেশনের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মহাব্যবস্থাপকগণ, সাবসিডিয়ারি কোম্পানির প্রধান

নির্বাহী কর্মকর্তাগণসহ প্রধান কার্যালয় ও স্থানীয় কার্যালয়ের সকল উপ-মহাব্যবস্থাপক, সিস্টেম ম্যানেজার, সহকারী মহাব্যবস্থাপক, সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট এবং সাবসিডিয়ারি কোম্পানির অতিরিক্ত প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও উপ-প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

আইসিবির শাখা ব্যবস্থাপকদের মতবিনিময় সভা

ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি) এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক কাজী ছানাউল হক এর সভাপতিত্বে শাখা ব্যবস্থাপকগণের এক মতবিনিময় সভা ৯ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখ কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয়ের বোর্ডরুমে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় শাখা ব্যবস্থাপক ও মহাব্যবস্থাপকগণ অংশগ্রহণ করেন।

কর্মশালা ও প্রশিক্ষণ

কর্পোরেশনের জন্য একটি প্রশিক্ষিত ও সুদক্ষ কর্মীবাহিনী গঠন করা আইসিবির অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বিভিন্ন স্তরের কর্মচারীগণের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আইসিবি সময়ে সময়ে প্রয়োজন অনুযায়ী নিজস্ব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও অন্যান্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে উন্নত ও যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৮ সালের অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ে বিভিন্ন স্তরের কর্মচারীগণকে বিভিন্ন মেয়াদে দেশ/বিদেশের বিভিন্ন স্বনামধন্য প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান যেমন- BIBM, BICM, BIM, NAPD, BIPD, Rapport Bangladesh Ltd., National Institute of Bank Management, India (Pune), ICLIF(Thailand), Bangkok School of Management (BSM), এবং ICB এর নিজস্ব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হতে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। আলোচ্য সময়ে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ফ্রেমবন্দি স্মৃতিঃ

অভ্যন্তরীণ/দেশীয় প্রশিক্ষণ

শুদ্ধাচার চর্চা বিষয়ক কর্মশালা

বৈদেশিক প্রশিক্ষণ

ICLIF Leadership Energy Summit Asia, Malaysia

Portfolio Management Strategies, IMTC, Malaysia

ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের সহায়তা তহবিল

পুঁজিবাজারে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের সহায়তার জন্য সরকার বিশেষ সহায়তা তহবিল নামে ৯০০.০০ কোটি টাকার একটি তহবিল গঠন করে এবং এর ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব আইসিবির উপর অর্পণ করা হয়। এ তহবিল হতে ৪৮টি মার্চেন্ট ব্যাংক ও ব্রোকারেজ হাউজের মাধ্যমে মোট ৩৯,১৭৫ জন ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীকে ৯০০.০০ কোটি টাকা পুনঃঅর্থায়ন প্রদান করা হয়েছে। ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত এ তহবিলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ:

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	আবেদন		মঞ্জুরি		বিতরণ		আদায়	
	সংখ্যা	পরিমাণ	সংখ্যা	পরিমাণ	সংখ্যা	পরিমাণ	সংখ্যা	পরিমাণ
মার্চেন্ট ব্যাংক	২৩	৬২০.৩৬	২২	৬১৫.৭৯	১৮	৫৮৩.৪৫	১৮	৫০৯.৭৭
ব্রোকারেজ হাউস	২৫	৩৯৮.৫২	২১	৩২৩.৯৫	১৭	৩১৬.৫৫	১৭	২৫৭.০৮
মোট	৪৮	১০১৮.৮৮	৪৩	৯৩৯.৭৪	৩৫	৯০০.০০	৩৫	৭৬৬.৮৫

আইসিবির শেয়ারের বাজারদর (ডিএসই): অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১৮

(টাকায়)

	প্রারম্ভিক	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সমাপণী
অক্টোবর	১২৯.৮০	১৩২.৭০	১২৪.৩০	১২৬.৭০
নভেম্বর	১২৭.১০	১২৭.৫০	১১২.৪০	১১২.৪০
ডিসেম্বর	১১২.৯০	১১৮.৩০	১১০.৬০	১১৬.২০

যোগদান-অবসর গ্রহণ-পদোন্নতি

কর্মজীবনের সায়াহ্নে আইসিবি থেকে বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী অবসর গ্রহণ করেন। ২০১৮ সালের অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর প্রান্তিকে কর্পোরেশন থেকে ০৫ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে জনাব মোঃ রবিউল হোসেন খন্দকার (সিনিয়র ডেসপাচার), ০৯ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে জনাব সফি উদ্দিন খান (সহকারী মহাব্যবস্থাপক), ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম খান (মহাব্যবস্থাপক), জনাব দ্বীপক চন্দ্র চক্রবর্তী (প্রিন্সিপাল অফিসার) ও জনাব মোঃ শহীদুল ইসলাম (ফটোকপি মেশিন অপারেটর) অবসর গ্রহণ করেন। আমরা কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে অবসর গ্রহণকারীগণের সুখ, সমৃদ্ধি ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

কর্পোরেশনের কর্মচারীগণের মনোবল বৃদ্ধি, কর্ম পরিবেশ উন্নয়ন ও অধিকতর কর্মদক্ষ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে পদোন্নতি একটি প্রধান প্রণোদনা হিসেবে কাজ করে। সে লক্ষ্যে ২০১৮ সালের অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর প্রান্তিকে কর্পোরেশনের ০১ জন কর্মচারীকে গ্রেড ১৭ হতে গ্রেড ১৪ এবং ০১ জন কর্মচারীকে গ্রেড ২০ হতে গ্রেড ১৭ পর্যায়ে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। পদোন্নতিপ্রাপ্ত কর্মচারীগণকে আমরা কর্পোরেশনের পক্ষ হতে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

এ ছাড়াও, কর্পোরেশনের কাজের গতি ত্বরান্বিত করা ও সমুন্নত মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর প্রান্তিকে বিভিন্ন পর্যায়ে ২২ জন কর্মচারীকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

শোক বার্তা

গভীর শোক ও দুঃখের সাথে জানানো যাচ্ছে যে গত ০৭ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে কর্পোরেশনের প্রিন্সিপাল অফিসার মিজ্ তৃপ্তি বিশ্বাস ও সিনিয়র অফিসার জনাব মোহিত কান্তি বিশ্বাস এর মাতা বীণা পানি বিশ্বাস ইহলোক ত্যাগ করেন। কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে আমরা তার আত্মার শান্তি কামনা করছি। এ ছাড়া গত ৩১ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে কর্পোরেশনের অফিস সহায়ক জনাব মোঃ আলী আহম্মদ এর পিতা জনাব মোঃ আলী আজম খান, ২৮ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে কর্পোরেশনের সহকারী মহাব্যবস্থাপক জনাব মোঃ মাহমুদুল হক এর পিতা জনাব মোঃ মোজাম্মেল এবং ২৩ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে সিস্টেম এনালিস্ট জনাব মোহাম্মদ আবুল হোসেন এর পিতা জনাব মোহাম্মদ রুহুল আমীন ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। আমরা কর্পোরেশনের পক্ষ হতে সকল মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি এবং তাঁদের শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি।

অভ্যন্তরীণ অর্থনীতি

অর্থনৈতিক স্বাধীনতার সূচকে অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করে ভারত ও পাকিস্তান-কে পেছনে ফেলে এগিয়েছে বাংলাদেশ। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান হেরিটেজ ফাউন্ডেশনের 'বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সূচক ২০১৯' এর প্রতিবেদনে আগের বছরের তুলনায় সাত ধাপ এগিয়েছে বাংলাদেশ। সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রচেষ্টার উজ্জ্বল একটি স্বীকৃতি হিসেবে যা অনস্বীকার্য। এ ছাড়াও চলতি ত্রৈমাসিক এর প্রধান প্রধান অর্জনসমূহ হলো মোট টাকার যোগান, পুঁজিবাজারে সূচক বৃদ্ধি, রেমিটেন্স, রপ্তানি আয় বৃদ্ধি ও কর আদায় এর উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি এবং মূল্যস্ফীতি, বাণিজ্য ভারসাম্য ঘাটতি ও ব্যাংক সুদের স্প্রেড এর হ্রাস। রাষ্ট্রের সর্বক্ষেত্রে স্থিতিশীলতা বজায় থাকায় ক্রমাগত অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে, যার ফলে বাংলাদেশ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের মাধ্যমে অধিকতর উন্নয়নের দিকে ধাবিত হচ্ছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী অক্টোবর-ডিসেম্বর ত্রৈমাসিক এর জাতীয় পর্যায়ের মূল্যস্ফীতি এর চিত্র প্রদর্শিত হলোঃ

মূল্যস্ফীতির হার (ভিত্তি বছর: ২০০৫-০৬)	অক্টোবর, ২০১৮	নভেম্বর, ২০১৮	ডিসেম্বর, ২০১৮
পয়েন্ট টু পয়েন্ট ভিত্তিতে	৫.৪০%	৫.৩৭%	৫.৩৫%
মাসিক গড় ভিত্তিতে (১২ মাস)	৫.৬৩%	৫.৫৮%	৫.৫৪%

ডিসেম্বর ২০১৮ এ মোট টাকার যোগান দাঁড়িয়েছে ১,১৫,৫৩,৬০৭ মিলিয়ন টাকা যা বিগত বছরের একই মাসের তুলনায় প্রায় ৯.৪১ শতাংশ বেশি।

বৈদেশিক রিজার্ভ ডিসেম্বর ২০১৭ এর ৩৩,২২৬.৯০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার হতে প্রায় ১২১০.৬০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার হ্রাস পেয়ে ডিসেম্বর ২০১৮ এর শেষে ৩২,০১৬.৩০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এ দাঁড়িয়েছে।

এনবিআর এর জুলাই-নভেম্বর, ২০১৮ মাসের কর আদায় এর পরিমাণ ৭৯,৭৩২.৮৭ কোটি টাকা যা গত বছরের একই সময়ে ছিল ৭৪,৪১৪.১৮ কোটি টাকা এবং যা বিগত বছরের একই সময়ের চেয়ে ৭.১৫ শতাংশ বেশি।

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লি: এবং চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লি: এর অক্টোবর ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০১৮ ত্রৈমাসিকে প্রতি মাসের শেষ কর্মদিবস অনুযায়ী ইনডেক্স এর পরিবর্তন নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ

স্টক এক্সচেঞ্জ	ইনডেক্স	৩১ অক্টোবর, ২০১৮	২৯ নভেম্বর, ২০১৮	২৭ ডিসেম্বর, ২০১৮
ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ	ডিএসইএক্স ইনডেক্স	৫২৮৪.১২	৫২৮১.২৫	৫৩৮৫.৬৪
চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ	সিএসসিএক্স ইনডেক্স	৯৮১৬.১১	৯৮১০.৬৬	৯৯৪৭.২৩

ডিসেম্বর, ২০১৮ মাসে ব্যাংক সুদের স্প্রেড হার ৪.২৩ শতাংশে অবস্থান করছে যা ডিসেম্বর, ২০১৭ তে ছিল ৪.৪৪ শতাংশ।

২০১৭-১৮ অর্থবছরের অক্টোবর-ডিসেম্বর ত্রৈমাসিক এর রেমিটেন্স আয় ও রপ্তানি আয়ের সাথে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের অক্টোবর-ডিসেম্বর ত্রৈমাসিক এর রেমিটেন্স আয় ও রপ্তানি আয়ের তুলনামূলক চিত্র নিম্নে বর্ণিত হলোঃ

(মিলিয়ন ডলারে)

খাতসমূহ	২০১৭-১৮ অর্থবছর			২০১৮-১৯ অর্থবছর		
	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর
রেমিটেন্স আয়	১১৬২.৭৭	১২১৪.৭৫	১১৬৩.৮২	১২৩৯.১১	১১৮০.৪৪	১২০২.৮৫
রপ্তানি আয়	২৮৪৩.০৭	৩০৫৭.১১	৩৩৫৩.১১	৩৭১১.১৮	৩৪২১.৯৮	৩৪২৬.১১

বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যালেন্স অব পেমেন্ট পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০১৭-১৮ অর্থবছরের জুলাই-ডিসেম্বর এর বাণিজ্য ভারসাম্য ঘাটতি ৮৬২৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এর তুলনায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরের জুলাই-ডিসেম্বর এর বাণিজ্য ভারসাম্যের ঘাটতি ৭৬৬০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী ডিসেম্বর, ২০১৮ এর বিভিন্ন আন্তর্জাতিক কারেন্সির বিপরীতে টাকার মূল্য নিম্নে প্রদর্শিত হলোঃ

(২৭.১২.২০১৮ তারিখে)

আন্তর্জাতিক কারেন্সি	ক্রয়মূল্য (টাকায়)	বিক্রয়মূল্য (টাকায়)
১ মার্কিন ডলার	৮৩.৯০	৮৩.৯০
১ ইউরো	৯৬.২২	৯৬.২৫
১ গ্রেট ব্রিটেন পাউন্ড	১০৭.০৩	১০৭.০৩
১ জাপানি ইয়েন	০.৭৬	০.৭৬
১ ইন্ডিয়ান রুপি	১.২০	১.২০

সার্বিকভাবে বাংলাদেশের উন্নয়নের ধারাবাহিকতা চলমান রয়েছে। উল্লেখ্য যে, বিগত বছরসমূহে বাংলাদেশের ঈর্ষণীয় উন্নতি ও প্রবৃদ্ধির ফলে বাংলাদেশ অর্জন করেছে উন্নয়নশীল দেশের প্রাথমিক যোগ্যতা। এমতাবস্থায় সরকার এবং অন্যান্য সকল সংশ্লিষ্ট পক্ষ যদি একত্র হয়ে সম্মিলিত ভাবে দেশের টেকসই উন্নয়নের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে তাহলে অচিরেই বাংলাদেশ পূর্ণরূপে উন্নয়নশীল রাষ্ট্রে পরিণত হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করা যায়।

সূত্রঃ

1.www.bb.org.bd
2.www.bbs.gov.bd
3. www.dsebd.org
4. www.cse.com.bd

পুঁজিবাজার

৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে ডিএসইএক্স মূল্য সূচক দাঁড়ায় ৫৩৮৫.৬৪ পয়েন্ট-এ যা অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১৮ প্রান্তিকের শুরুতে ছিল ৫৩৬৯.৯১ পয়েন্ট।

এ ছাড়া, ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে ডিএসই এর বাজার মূলধনায়ন ও দৈনিক লেনদেন দাঁড়ায় যথাক্রমে ৩৮৭২৯৫২.৮৪ ও ৫৩৮৩.৪২ মিলিয়ন টাকায় যা অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১৮ প্রান্তিকের শুরুতে ছিল ৩৮৭৩৫৬৩.৪০ ও ৫৫০৫.২০ মিলিয়ন টাকা।

অপরদিকে, ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে সিএসসিএক্স মূল্য সূচক দাঁড়ায় ৯৯৪৭.২৩ পয়েন্ট-এ যা অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১৮ প্রান্তিকের শুরুতে ছিল ১০০২০.২৯ পয়েন্ট।

এ ছাড়া, ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে সিএসই-এর বাজার মূলধনায়ন ও দৈনিক লেনদেন দাঁড়ায় যথাক্রমে ৩১৫৭১৭৮.৭৬ ও ৪১৪.৭২ মিলিয়ন টাকায় যা অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১৮ প্রান্তিকের শুরুতে ছিল যথাক্রমে ৩১৮৫৩৫৩.৮৯ ও ৩০৬.০০ মিলিয়ন টাকা।

এক নজরে বাংলাদেশের শেয়ারবাজার: অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১৮

	ডিএসই					সিএসই				
তারিখ	মোট লেনদেন (সংখ্যা)	মোট লেনদেন (শেয়ার)	মোট লেনদেন (মিলিয়ন টাকা)	বাজার মূলধন (মিলিয়ন টাকা)	ডিএসইএক্স	মোট লেনদেন (সংখ্যা)	মোট লেনদেন (শেয়ার)	মোট লেনদেন (মিলিয়ন টাকা)	বাজার মূলধন (মিলিয়ন টাকা)	সিএসসিএক্স
০১-১০-২০১৮	১২০২৮৯	১১৭২৯৪৮৮৫	৫৫০৫.২০	৩৮৭৩৫৬৩.৪০	৫৩৬৯.৯১	৮৪৮৮	৭৯৮৮৬৪৪	৩০৬.০০	৩১৮৫৩৫৩.৮৯	১০০২০.২৯
০৪-১০-২০১৮	১৪৬৪৩২	১৪৬৩৫৬২৯০	৭৬০০.২৩	৩৮৯৫৫৪২.২০	৫৪১৮.২৮	১১৪২৮	৮৮৮২৬৭৫	২৯৬.৬৭	৩২০২৮৩৩.৯৬	১০০৯০.৬৬
১১-১০-২০১৮	১৩৩৭১১	১৪৭৫১৯৮৭০	৬৪৪৯.৮৫	৩৯০৮৮২৭.৬২	৫৪৩৫.০১	১১১৩০	৯৬৫৫৩৩৩	২৯০.৮৭	৩২২৩১৮২.৭৬	১০১৬৪.০৯
১৮-১০-২০১৮	১১৩৬৫৪	১২৬৩৩৬৬৫৩	৪৭৬৩.৩৬	৩৮৮০৯৬৬.১৪	৫৩৮১.৫২	১৩৮১০	৯৮৩৮২৭৪	২৯৮.৪২	৩১৭৯২৮৪.৯৩	১০০২০.৮২
২৫-১০-২০১৮	১০৭৩৬৫	১১৬৩৮০৯১২	৪২৫১.০৬	৩৮৪৫৬৮৭.৭৩	৫২৮২.০৪	৭৮১৪	৭০২৫৩১৩	২০২.৮৮	৩১৪৯৬৪১.০৯	৯৮৪৩.১১
০১-১১-২০১৮	১৩১১১৬	১৩৮০৫৯১১৭	৫২৯৯.৬০	৩৮৩১৬৮৩.৯০	৫২৫৮.৪৮	৯৫৯২	১০১১৯১৫৯	৩১৬.০১	৩১৩২৮০৭.১৯	৯৭৯৫.০৬
০৮-১১-২০১৮	১৪৩৩৩৭	১৫০২০৪৪৫৮	৫৯৩৭.০২	৩৮১২২২৬.২৩	৫২৫৯.১১	১০৮০০	৭৮৩৪৭৮২	২৫৪.৩৬	৩১০০৪১৩.৫০	৯৭৫৩.২৯
১৫-১১-২০১৮	১২৯৭৯৯	১৩০৭৫৬৯০৫	৫৫৫৭.৫৫	৩৮১৩৩৯৭.৯৭	৫২৪৪.৬৩	৯১৬৯	৮২৭৬৫০৬	২২৭.০৬	৩১০২৮৩৫.৫৬	৯৭২৯.৮৫
২২-১১-২০১৮	১৩৬৩৬২	১২৮৯০৫৪১৫	৫৫২৬.৫০	৩৮৩০০১৪.৫৮	৫৩০৫.৯৫	৮৮২৩	৮৪০২৫২১	২৪৯.৯৪	৩১৩২৪২৮.৪৮	৯৮৭৫.১৪
২৯-১১-২০১৮	১৫৪৬৬৯	১৭৯৬৯১৭৪৭	৭৩৫৫.৫৩	৩৮১৭৮২৪.৪৪	৫২৮১.২৫	১০৮৫৩	১৪৮২৫৬৫৭	৫৩৬.৯৭	৩১০৮৭৩৮.৭৩	৯৮১০.৬৬
০৬-১২-২০১৮	১৩৭৫৩৫	১৫০৫৮৫০১৬	৫১৪০.৪৬	৩৮৩৬২৫১.৫১	৫৩৩২.৮১	১০৩২৮	৯৩৫১৯৫৫	২২১.২৪	৩১১৯৪৯৮.২৯	৯৯০২.৩২
১৩-১২-২০১৮	১২৯২৭১	১২৩৭৩৮৪৪৯	৪৯৯৬.৯৮	৩৭৯৮২২৬.৭৫	৫২৫১.০২	৭৪৩৬	১০৪১২১১৯	২৫৫৩.৯৭	৩১০৯১১১.৯৮	৯৭৫৪.৩৫
২০-১২-২০১৮	১২৩৬৫৩	১১৬১১৭০৭১	৪৬২৮.৫৫	৩৮০৯৫৭৭.৮২	৫২৬৫.৩২	৭১৯২	৮৭০৯৮২৭	৪৬৬.৮৭	৩১০৮০১০.২৭	৯৭৬৩.৪৯
২৭-১২-২০১৮	১২৬৩১৮	১৩৭৭৫৫৫০৯	৫৩৮৩.৪২	৩৮৭২৯৫২.৮৪	৫৩৮৫.৬৪	৮৮৭৯	১০৭২৭৩৬৬	৪১৪.৭২	৩১৫৭১৭৮.৭৬	৯৯৪৭.২৩
দৈনিক গড় অক্টোবর-ডিসেম্বর, ১৮	১২৯৮৩৫	১৩৫৬৬৪৩৭৮	৫৪২৮.৯৩			৯৫৩০	৮৮৩১৬৭১	৩০৯.০৪		
মাসিক গড় অক্টোবর, ২০১৮	১২৩৪২২	১৩৫৪৭৮৫৩২	৫৫৩৭.৮৫			৯৮১৫	৯১১৬২৯৯	২৫৬.৭১		
মাসিক গড় নভেম্বর, ২০১৮	১৩৯৫১৪	১৪০৮৮২৮৬৯	৫৮৩৬.৯০			১০১৩৩	৮৮১০২১০	২৬৩.৯৫		
মাসিক গড় ডিসেম্বর, ২০১৮	১২৭২৭৬	১৩০১০৩৫২৫	৪৮৩৬.৪৭			৮৪৯৬	৮৪৯১৮২৫	৪২৬.০১		

বাজার মূলধনের ভিত্তিতে শীর্ষ ৫ কোম্পানি: ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮

ক্র. নং	ডিএসই			সিএসই		
	কোম্পানির নাম	বাজার মূলধন (মিলিয়ন টাকা)	বাজার মূলধনের %	কোম্পানির নাম	বাজার মূলধন (মিলিয়ন টাকা)	বাজার মূলধনের %
১	গ্রামীণফোন	৪৯৫৯৬৫.২০	১৪.৯৪	গ্রামীণফোন	৪৯৪৬১৪.৯০	১৫.৭২
২	বিএটিবিসি	২১২৫০২.০০	৬.৪০	বিএটিবিসি	২১০০০০.০০	৬.৬৭
৩	স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস্	২০০৫৬৫.৯৫	৬.০৪	স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস্	২০১১১৮.৩০	৬.৩৯
৪	ইউনাইটেড পাওয়ার	১৩৯২৭০.৫৯	৪.১৯	ইউনাইটেড পাওয়ার	১৪০১৩২.৯০	৪.৪৫
৫	রেনেটা লিমিটেড	৯১৯৩৯.৫৩	২.৭৭	আইসিবি	৮০৮৬০.৬০	২.৫৭

লেনদেনের ভিত্তিতে শীর্ষ ৫ কোম্পানি: ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮

ক্র. নং	ডিএসই			সিএসই		
	কোম্পানির নাম	লেনদেন (মিলিয়ন টাকা)	মোট মূলধনের %	কোম্পানির নাম	লেনদেন (মিলিয়ন টাকা)	মোট মূলধনের %
১	ব্র্যাক ব্যাংক	২০২.৫৬	৩.৭৬	ডাচ্-বাংলা ব্যাংক	৯৪.২৬	২২.৭৩
২	ইউনাইটেড পাওয়ার	১৯৬.০৫	৩.৬৪	আইপিডিসি	৭০.০০	১৬.৮৮
৩	বেক্সিমকো	১৫৪.৬২	২.৮৭	ব্র্যাক ব্যাংক	৩২.৮৩	৭.৯২
৪	ন্যাশনাল লাইফ ইন্স্যুরেন্স	১৪৭.৩৭	২.৭৪	গ্রামীণফোন	২৭.৫৩	৬.৬৪
৫	প্যারামাউন্ট টেক্সটাইল	১৩০.৮৯	২.৪৩	এডভেন্ট ফার্মা	২০.২৬	৪.৮৯

সর্বোচ্চ ইপিএস-এর ভিত্তিতে স্টক এক্সচেঞ্জ-এ তালিকাভুক্ত শীর্ষ ৫ কোম্পানি: ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮

ক্র. নং	কোম্পানির নাম	প্রকৃত ইপিএস (টাকা)	পি/ই
১	বিএটিবিসি	১৩০.৫০	২৭.১৪
২	বাটা সু	৮২.৩৪	১৩.৫৬
৩	রেকিট বেনকিজার	৮০.৬৩	২৬.৬৬
৪	লিনডে বাংলাদেশ	৬২.৬০	১৯.১৪
৫	গ্লাসকো স্মিথক্লাইন	৫৫.৫৬	২৬.১০

সর্বনিম্ন পি/ই-এর ভিত্তিতে স্টক এক্সচেঞ্জ-এ তালিকাভুক্ত শীর্ষ ৫ কোম্পানি: ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮

ক্র. নং	ডিএসই			সিএসই		
	কোম্পানির নাম	পি/ই	ইপিএস (টাকা)	কোম্পানির নাম	পি/ই	ইপিএস (টাকা)
১	কেয়া কসমেটিকস্	৩.৯৫	১.৬৭	জেনারেশন নেক্সট	১.০০	০.৯২
২	ওয়ান ব্যাংক	৪.৩৮	৩.৪৩	ম্যাকসন স্পিনিং মিলস্	২.৮৫	২.৬৭
৩	প্রিমিয়ার ব্যাংক	৪.৭৫	২.৪৬	ন্যাশনাল ব্যাংক	৩.২৮	২.৮০
৪	মার্কেন্টাইল ব্যাংক	৪.৮৬	৩.৭১	সি এন্ড এ টেক্সটাইল	৪.১৫	১.০৪
৫	এক্সিম ব্যাংক	৫.০৫	২.৩৪	ওয়ান ব্যাংক	৪.৭৬	৩.১৫

তালিকাভুক্ত কয়েকটি কোম্পানির আর্থিক বিশ্লেষণ

কোম্পানির নাম	অনুমোদিত মূলধন (কোটি টাকায়)	পরিশোধিত মূলধন (কোটি টাকায়)	শেয়ারহোল্ডিং অবস্থান (শতকরা হারে)					নিট লাভ (কোটি টাকায়)	সমাপণী মূল্য (টাকায়)*	শেয়ার প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (টাকায়)	শেয়ার প্রতি আয় (টাকায়)	পি/ই রেশিও
			পরিচালক	সরকার	ইন্সটিটিউশন	বৈদেশিক	জনসাধারণ					
আইডিএলসি ফাইন্যান্স লিমিটেড	১০০০.০০	৩৭৭.১০	৫৬.৬৬	-	১৫.৯৯	১১.৫২	১৫.৮৩	২২৭.৭১	৬৯.৭০	৩৩.৪১	৬.১৩	১১.৩৭
বাংলাদেশ স্টিল রি-রোলিং মিলস্ লিমিটেড	৫০০.০০	২৩৬.১০	৪০.৯৪	-	১৬.৫৩	২১.২৯	১৭.২১	২৭৭.৮৭	৭৮.২০	৫৭.৯১	১১.৭৭	৬.৬৪
লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড	২০.০০	১৫.২০	৬০.০০	-	২৯.২০	-	১০.৮০	৯৫.২৬	১১৯৮.৪০	২৪১.৫৩	৬২.৬০	১৯.১৪
স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস্	১০০০.০০	৭৮৯.০০	৩৪.৪৩	-	১০.১২	১৯.৭৫	৩৫.৬০	১১৫৯.৪০	২৫৪.২০	৭৩.২৮	১৪.৬৯	১৭.৩০
ব্রিটিশ আমেরিকান ট্যোবাকো বাংলাদেশ	৬০.০০	৬০.০০	৭২.৯১	০.৬৪	১০.৪০	১৫.৩৪	০.৭১	৭৮২.৯৯	৩৫৪১.৭০	৩৮৫.২১	১৩০.৫০	২৭.১৪

*সূত্র: ডিএসই মাসিক রিভিউ; ডিসেম্বর ২০১৮। *২৭.১২.২০১৮ ইং তারিখে*

বিশ্বের কিছু শেয়ার সূচক

		৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৮	৩১ ডিসেম্বর ২০১৮	পরিবর্তন (%)
বাংলাদেশ				
	ডিএসইএক্স	৫,৩৬৮.৯৬	৫,৩৮৫.৬৪	০.৩১
	সিএসসিএক্স	৯,৯৮৪.২৩	৯,৯৪৭.২৩	(০.৩৭)
এশিয়া				
টোকিও	নিক্কি ২২৫	২৪,১২০.০৪	২০,০১৪.৭৭	(১৭.০২)
হংকং	হ্যাং সেং	২৭,৭৮৮.৫২	২৫,৮৪৫.৭০	(৬.৯৯)
বোম্বে	এস অ্যান্ড পি বিএসই সেনসেক্স	৩৬,২২৭.১৪	৩৬,০৬৮.৩৩	(০.৪৪)
সাংহাই	এসএসই কম্পোজিট ইনডেক্স	২,৮২১.৩৫	২,৪৯৩.৯০	(১১.৬১)
ফিলিপাইনস্	পিএসইআই	৭,২৭৬.৮২	৭,৪৬৬.০২	২.৬০
থাইল্যান্ড	এসইটি	১,৭৫৬.৪১	১,৬২১.০২	(৭.৭১)
শ্রীলংকা	কলম্বো স্টক এক্সচেঞ্জ অলশেয়ার ইনডেক্স	৫,৮৬২.১৮	৬,০৫২.৩৭	৩.২৪
ইউরোপ				
লন্ডন	এফটিএসই ১০০	৭,৫১০.২০	৬,৭২৮.১০	(১৮.৪১)
ডয়চে বোর্স	ডিএএক্স	১২,২৪৬.৭৩	১০,৫৫৮.৯৬	(১৩.৭৮)
ইউরো নেক্সট প্যারিস	সিএসি-৪০	৫,৪৯৩.৪৯	৪,৭৩০.৬৯	(১৩.৮৯)
আমেরিকা				
ইউএসএ	নাসডাক কম্পোজিট	৮,০৪৬.৩৫	৬,৬৩৫.২৮	(১৭.৫৪)
	ডিজেআইএ	২৬,৪৫৮.৩১	২৩,৩২৭.৪৬	(১১.৮৩)
	এস অ্যান্ড পি-৫০০	২,৯১৩.৯৮	২,৫০৬.৮৫	(১৩.৯৭)
ব্রাজিল	বোভেসপা	৭৯,৩৪২.০০	৮৭,৮৮৭.০০	১৮.৭৭

সূত্র: http://finance.yahoo.com/; http://www.set.or.th/en/market/market_statistics.html
http://www.pse.com.ph/stockMarket/marketInfo-marketActivity.html

Industry Analysis

Analysis is the critical starting point of strategic thinking – Kenichi Ohmae (1983).
After conducting economic analysis, an analyst should focus on industry analysis within which a company operates. An analyst uses industry analysis as a tool for knowing state of competition and degree of competition within an industry, industry dynamics, demand-supply, future prospect and growth rate of an industry and so on. Then an analyst tries to find out a company's position within the industry.
To perform an industry analysis, an analyst should consider the following factors:

1. **Dominant Economic Characteristics of the Industry–** market growth, geographical scope, industry structure, economies of scale, experience curve effects, capital requirements and so on.

2. **Competition Analysis–** Porter's Five Forces Model;
   I. Rivalry among competing sellers (a strong, moderate, or weak force/weapons of competition)
   II. Threat of potential entry (a strong, moderate, or weak force/assessment of entry barriers)
   III. Competition from substitutes (a strong, moderate, or weak force/why)
   IV. Power of suppliers (a strong, moderate, or weak force/why)
   V. Power of customers (a strong, moderate, or weak force/why).

3. **Driving Forces–** technological change, product innovation, marketing innovation, entry or exit of major firms, diffusion of technical know-how, increasing globalization of the industry, increasing buyer preference of differentiated products and so on.

4. **Competitive Position of Major Companies –** favorably or unfavorably positioned and why.

5. **Competitor Analysis –** Strategic approaches or predicted moves of key competitors, whom to watch and why.

6. **Key Success Factors –** technology, manufacturing, distribution, marketing and skill related key success factors, organizational capability and other key success factors.

7. **PEST Analysis –** political, economic, social and technological analysis of an industry;
   I. How political factors such as labor laws, ease of doing business, overall political stability, tax policy, tariff, trade policy, environment related laws and so on influence business of an industry.
   II. How economic factors such as inflation, GDP growth, exchange rate, interest rate, condition of capital market and so on influence business of an industry.
   III. How social factors such as age, gender of people, population growth, fashion, festivals, attitude towards health and so on influence business of an industry.
   IV. How technological advancement and development influence business of an industry.

8. **Industry Prospect and Overall Attractiveness**
   - Factors making industry attractive
   - Factors making industry unattractive
   - Special industry issues/problems
   - Profit Outlook (favorable/unfavorable).

Sources: (i) Thompson, Arthur A. and Strickland III, A. J. "Strategic Management." Richard D. Irwin Inc. 1995., (ii) www.corporatefinanceinstitute.com

Writer: Ahsan Uddin, Principal Officer, Stock Market Analysis Department.

শুদ্ধাচার কর্ণার

কর্পোরেশনের নৈতিকতা কমিটির ২০১৮-১৯ অর্থবছরের ২য় সভা ২৬ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে কর্পোরেশনের বোর্ড রুমে কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় কর্পোরেশনের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মহাব্যবস্থাপকগণ, উপ-মহাব্যবস্থাপক (অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ডিভিশন)সহ অন্যান্য কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।

কর্পোরেশনের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো ২০১৮-১৯ এ উল্লিখিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ২য় ত্রৈমাসিক (অক্টোবর ২০১৮-ডিসেম্বর ২০১৮) এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন সভায় উপস্থাপন করা হয়। সভায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরের শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদানের জন্য কর্পোরেশনের বিভিন্ন গ্রেডের ০৫ জন কর্মচারীকে মনোনয়নের সুপারিশ করা হয় এবং কর্পোরেশনের উত্তম চর্চা এর তালিকা চূড়ান্ত করা হয়। এ ছাড়াও, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত ২য় ত্রৈমাসিকে কর্পোরেশনের শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন

অগ্রগতির বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। সকল কার্যক্রম যথাযথভাবে পরিপালন করায় সভায় সন্তোষ প্রকাশ করা হয়।

ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ এর উত্তম চর্চা (Best Practice) এর তালিকা

- অবসর গমনের তারিখে কর্মচারীগণের ছুটি নগদায়নের অর্থ প্রদান এবং অবসর-উত্তর ছুটি (পিআরএল) শেষ হওয়ার তারিখে অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীগণের যাবতীয় দেনা পাওনা নিষ্পত্তি করা ।
- প্রতি বছর জানুয়ারি/ফেব্রুয়ারি মাসে কর্মচারীগণের মেধাবী সন্তানদের PEC/JSC/SSC/HSC/BA/MA ও সমমান পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে মেধা বৃত্তি প্রদান।
- মানসিক চাপ উপশমের জন্য Meditation প্রোগ্রামে কর্মচারীগণের অংশগ্রহণ।
- কর্মচারীগণের জীবন বৃত্তান্ত Dashboard এর মাধ্যমে Website এ প্রদর্শন। যার ফলে একজন কর্মচারী দাপ্তরিক/ব্যক্তিগত সকল তথ্য সম্পর্কে তার হালনাগাদ অবস্থান জানতে পারেন।
- অফিস ত্যাগ করার পূর্বে বৈদ্যুতিক সুইচ বন্ধ, বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী যন্ত্রপাতি ব্যবহার এবং শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ ব্যবহারের অভ্যাস গড়ে তোলা।
- পুঁজিবাজার উন্নয়নের স্বার্থে সকল Stakeholder দের সাথে নিয়মিত সভা আয়োজন এবং সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন।
- কর্মচারী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের বিনোদনের জন্য প্রতি বছর বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন।
- ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে আইসিবি পরিক্রমা নামে জার্নাল প্রকাশ। উক্ত জার্নালে কর্মচারীগণের লেখা প্রকাশের পাশাপাশি পুঁজিবাজার ও সমসাময়িক বিষয়ের উপর প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়।
- জনবল নিয়োগের ক্ষেত্রে অনলাইনে আবেদন গ্রহণ, নিয়োগ পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য জাতীয় দৈনিক পত্রিকা ও website এ প্রকাশের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট প্রার্থীদের মোবাইলে SMS এর মাধ্যমে অবহিত করা।
- উত্তম গ্রাহক সেবার সংস্কৃতি গড়ে তোলা এবং সেবা গ্রহীতাদেরকে আন্তরিকতার সাথে অল্প সময়ে উত্তম সেবা প্রদান।
- কর্পোরেশনের বোর্ড সভাসহ বিভিন্ন কমিটি সভার স্মারক ও কার্যবিবরণী আর্কাইভ এ সংরক্ষণ।
- কর্পোরেশনের ইউনিট সার্টিফিকেট হোল্ডার এবং বিনিয়োগ হিসাবধারীদের ট্যাক্স সংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্র তাঁদের চাহিদা অনুযায়ী স্ব স্ব ই-মেইল প্রেরণ।
- সেবা প্রদান সংক্রান্তে গ্রাহকগণের অভিযোগ/মতামত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা এবং ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের গোচরীভূত করে দ্রুততম সময়ে নিষ্পত্তি করা ।
- দাপ্তরিক কাজে ই-নথির ব্যবহার এবং কর্পোরেশনের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় এতৎসংক্রান্ত প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান।

এপিএ কর্ণার

রূপকল্প ২০২১, এসডিজি বাস্তবায়ন এবং প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি জোরদারকরণ, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বর্তমান সরকারের একটি অন্যতম পদক্ষেপ হচ্ছে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি। সে প্রেক্ষিতে ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি) ও সরকারের সাথে সম্পাদিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আওতায় সুনির্দিষ্ট কৌশলগত উদ্দেশ্য ও কর্মসম্পাদন সূচকসমূহের লক্ষ্যমাত্রা বিবেচনায় নিয়ে প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। কর্পোরেশনের এপিএ টিম চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত সূচকসমূহের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য সর্বদা সচেষ্ট রয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির ১ম ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন পর্যালোচনার লক্ষ্যে গত ০২ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সভাপতিত্বে এপিএ টিমের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অভিব্যক্তি

ক্ষমা
কেন চাইব! কেন করব!

আয়শা সুলতানা

প্রিন্সিপাল ইব্রাহিম খাঁর একটি গল্প সংক্ষেপে এরকম ঃ

একবার এক এলাকায় বড় নেতা আসবেন। বিরাট আয়োজন। সবাই সেই অনুষ্ঠানে শামিল হতে ব্যস্ত। এলাকার প্রধান এ অনুষ্ঠানে যাবেন, নেতাকে বরণ করবেন। তিনিও তৈরি হচ্ছেন। তখনকার দিনে অবস্থাপন্ন মানুষদের বাড়ি বাড়ি এসে ধোপারা কাপড় নিয়ে যেত। ধুয়ে পরিষ্কার করে, ইস্ত্রি করে তা আবার যার যার বাড়িতে পৌঁছে দিত। তিনিও তার এ কাপড়টি যেটি পরে অনুষ্ঠানে যাবেন ধোপার কাছে দিয়েছিলেন ধোয়ার জন্য। ধোপার নাম জহুর।

জহুর ধোপার কাছ থেকে আনা কাপড়টি খুলেই তাঁর মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। কাপড়টার রং উঠে গেছে, বোতাম ছিড়ে গেছে, তিনি খুবই ক্ষিপ্ত হলেন। এমন সময় নজর পড়ল সদর দরজার দিকে। দেখলেন জহুর ধোপা বাড়ির মধ্যে ঢুকছে। তিনি কালবিলম্ব না করে লাঠি নিয়ে তাকে তাড়া করলেন। বললেন, আয় তোকে আজ লাঠি পেটা করব। জহুর ধোপা হতভম্ব হয়ে গেল। এরপর দৌড়ে সেখান থেকে পালাল। যাহোক কিছু করার নেই। তিনি ঐ রং ওঠা টাইট পোশাকটি কোনরকম পরে অনুষ্ঠানে গেলেন। অনুষ্ঠান শেষে ফিরে এসে দেখলেন, তার পোশাকটি টেবিলের ওপর রাখা। স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন কি ব্যাপার! এটা কোথা থেকে এল? স্ত্রী বললেন, এটা তোমার পোশাক। পরনেরটা দেখিয়ে বললেন, তাহলে এটা কার? স্ত্রী বললেন, এটা হবে অন্য কারো। ভুলে একই রকম দেখতে অন্য কারোটা দিয়ে গিয়েছিল। তাই জহুর ধোপা এসেছিল আসলটা দিয়ে এটা ফেরত নিয়ে যেতে। তুমি তো তাকে এমনভাবে তাড়া করলে যে সে পালিয়ে বেঁচেছে।

তখন ঐ লোকের খুব আফসোস হলো। রাগ করে নিজের ক্ষতিতো করেছেনই, জহুর ধোপাকেও অপমান করেছেন। তিনি জহুর ধোপাকে ডেকে পাঠালেন। তার কাছে খারাপ আচরণের জন্য ক্ষমা চাইলেন। জবাবে জহুর বলল, কি বলেন হুজুর। আমি ওসব মনেই রাখি নি, এমনটা হতেই পারে। জিজ্ঞেস করলেন, কেন, আমি তোকে এত অপমান করলাম, লাঠি দিয়ে তাড়া করলাম, আর তুই সব ভুলে গেলি, মনে রাখিসনি? জহুর ধোপা বলল, না হুজুর, আমার গুরু বলেছেন, মনে কোন নালিশ রাখিস না, যখন পরকালে গিয়ে আল্লাহর কাছে দাঁড়াবি তখন যদি পুটলি ভরা নালিশের কথাই বলিস তবে ভালো কাজের কথা বলবি কখন? এত অভিযোগ দিতে দিতেই তো সময় চলে যাবে। এজন্য এগুলো মনে রাখি না।

গল্পের দুটি মানু-একজন ক্ষমা চেয়েছেন, অন্যজন ক্ষমা করেছেন। আমরা কেউই ভুলের উর্ধ্বে নই। ক্ষমা করে দেওয়াটা অন্যের জন্য নয় নিজের পরিচ্ছন্নতার জন্যই জরুরী। আত্মাকে উন্নত করতে চাইলে অন্তরে ময়লা বহন করা চলে না। রাগ ক্ষোভ এগুলো আত্মার ময়লা। একজন মানুষ তার রাগ প্রদর্শন করে তার চেয়ে পদ মর্যাদায়, বয়সে, ক্ষমতায়, অর্থবিত্তে একটু কম অবস্থায় আছেন এরূপ মানুষদের সাথে। বসের সাথে বা আরও ক্ষমতাধর কারো সামনে রাগ দেখানো যায় না-তাই সেক্ষেত্রে অন্তরে জমা হয় ক্ষোভ। ক্ষোভ হচ্ছে অপ্রকাশিত রাগ, যা সামনে এগুতে দেয় না। এই রাগ এবং ক্ষোভ দুটোই স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। এর প্রতিষেধক হলো, ক্ষমা। ক্ষমা চাওয়া এবং ক্ষমা করা একটা বিরামহীন কাজ। শুরু রয়েছে। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার সময় এর পরিসমাপ্তি। বড় কিছু অর্জন করতে হলে রাগ ক্ষোভ দূরে সরাতে হবে। যাদের উপর রাগ ক্ষোভ তাদের ক্ষমা করে দিতে হবে। কাউকে একবার ক্ষমা করলে ঐ বিষয়ে তাকে পরিপূর্ণ ক্ষমা করতে হবে। ঐ কথা দ্বিতীয়বার মনে আসলে তওবা করতে হবে। ক্ষমা একটি সাদাকা। অর্থাৎ সৎ দান। সাদাকা দিয়ে যেমন ফিরিয়ে নেয়া যায় না, তেমনি ক্ষমা করে ফিরিয়ে নেয়া যায় না। মুখে বললাম ক্ষমা করে দিয়েছি। অমুকের বিরূদ্ধে কোন রাগ নেই ক্ষোভ নেই। অথবা অমুকের কথায় আমি কিছু মনে করিনি। দেখা গেল একই বিষয় নিয়ে অন্যের সামনে ক্ষোভের সাথে ঘটনার ব্যাখ্যা করছি। বহু বছর কেটে গেলেও সেই ঘটনা মন থেকে মোছে না। নিজেদের পরিবারের সদস্যদের মধ্যে, আত্মীয়দের মধ্যে, পেশাগত জীবনে সহকর্মীদের মধ্যে এরূপ ঘটনা ঘটে সবচেয়ে বেশী। ক্ষমা করা এবং চাওয়ার মাধ্যমে আত্মা পরিশুদ্ধ হয়। এভাবে যে নিজেকে পরিশুদ্ধ করতে পারে সেই সফল হয়, সেই পারে অগ্রগামীদের কাতারে শামিল হতে।

ভুল আমাদের কাজে হবে এটা আল্লাহও জানেন। তাই পথও তিনি দিয়ে রেখেছেন। অনুশোচনা এবং ক্ষমা চাওয়া। এই পথ সবার জন্য উন্মুক্ত। যে কোন জায়গা থেকেই যে কেউ শুরু করতে পারে, ঘুরে দাঁড়াতে পারে।

আল্লাহ ক্ষমা করতে ভালবাসেন। ক্ষমা যারা করতে পারে এবং চাইতে পারে তাদেরও তিনি ভালবাসেন। নবীজী (সা:) সকলকে ক্ষমা করেছেন। আমরা নিজেরা নিজেদের নিয়ে একটু আত্মনিমগ্ন হতে পারলে দেখব আমাদের রাগ-ক্ষোভ-অভিমান এবং এগুলো থেকে সৃষ্ট ঘৃণা-বিদ্বেষ-হঠকারিতা কোন দিনই আমাদের জীবনে প্রশান্তি এনে দিতে পারেনি। বরং অনেক সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেছে। আমাদের শরীরের নানাবিধ রোগ যেমন উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, হৃদরোগ এগুলো আমাদের ভেতরে জমিয়ে রাখা রোগ-ক্ষোভ, ঘৃণা-বিদ্বেষ থেকেই সৃষ্টি। আমরা বুঝিনা, বুঝলেও এগুলো থেকে বের হতে চাইনা, বের হতে পারিনা। তাই যাদের সাথে দূর্ব্যবহার বা অবহেলা এখনও জিইয়ে রেখেছি বেরিয়ে আসতে হবে সেখান থেকে, ক্ষমা করে দিতে হবে, প্রয়োজনে ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে। হাদীসে বর্ণিত আছে, হারানো সন্তান ফিরে পেলে একজন মা যেমন খুশী হন তেমনি অনুশোচনা করলে বান্দার উপর আল্লাহর খুশী তার থেকেও অনেক বেশী।

মুহাম্মদ (সা:) ছিলেন নিষ্পাপ। তারপরও তিনি দিনে ৭০ বার ওয়াসতাগফিরুল্লাহ পড়েছেন, আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়েছেন। আদম (আ:) অনুশোচনা করেছেন, ক্ষমা চেয়েছেন, যা সূরা আরাফের ২৩ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, "হে, আমাদের প্রতিপালক! আমরা আমাদের নিজেদের উপরই জুলুম করেছি, তুমি ক্ষমা না করলে দয়া না করলে আমরা ধ্বংস হয়ে যাব।"

ভুল করে ক্ষমা চাওয়া সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি। তবে ভুল করাকে অভ্যাসের অংশ বানিয়ে ফেলা যাবে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাগ এবং ক্ষোভের কারণেই আচরনে, কথায় ভুলগুলোর সৃষ্টি হয়। রাগ হচ্ছে বিরক্তির বহি:প্রকাশ আর ক্ষোভ হচ্ছে চেপে রাখা বিরক্তি। এই রাগ ক্ষোভ থেকে তৈরি হয় অভিমান, ঘৃণা, বিদ্বেষ হিংসার মত খারাপ প্রবৃত্তিগুলো। এগুলো মনে জমতে থাকলে অবচেতন মনেই অন্যের অকল্যাণ কামনা হয়ে যায়। অন্যের অকল্যাণ কামনা নিজেরই ক্ষতি বয়ে আনে। এগুলোর কারণে একজন মানুষ অন্যকে শ্রদ্ধা করতে পারে না। নিজের শ্রদ্ধারও প্রয়োজন অনুভব করে না।

পবিত্র কোরআনের সূরা আল ইমরানের ১৩৪ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, "নিশ্চয়ই যারা (এক) সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় দান করে, (দুই) রাগ নিয়ন্ত্রণ করে, (তিন) মানুষকে ক্ষমা করে, আল্লাহ তাদের ভালবাসেন।"

আমরা আল্লাহর ভালবাসায় সিক্ত হতে চাই। তিনি আমাদের সকলকে ক্ষমাশীল হওয়ার তৌফিক দিন।

লেখিকা আইসিবির প্রধান কার্যালয়ের পেনশন এন্ড ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টে এর সহকারী মহাব্যবস্থাপক।

আসুন ভালো থাকি, ভালো রাখি

আয়শা সিদ্দিকা

''ওরে, নূতন যুগের ভোরে
দিস নে সময় কাটিয়ে বৃথা সময় বিচার করে।।
কী রবে আর কী রবে না, কী হবে আর কী হবে না
ওরে হিসাবি,
এ সংশয়ের মাঝে কি তোর ভাবনা মিশাবি?'' ।...
(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

কেমন আছো? জানতে চাওয়ার অধিকাংশের উত্তর 'এইতো আছি'! এই যে 'এইতো আছি'র এর মধ্যে থেকে উৎসারিত হয় ভালো না থাকা, হতাশা। জীবন যেন এক বোঝা হয়ে চেপে আছে ঘাড়ের ওপর। কিন্তু আমরা বুঝেতই পারি না এই জীবন কতটা দারুন ব্যপার। এই চমৎকার বেঁচে থাকা তাই অবহেলা করে, অভিমান করে স্বেচ্ছায় মৃত্যুও নিয়ে নিতে কুণ্ঠিত হই না, তাই কিছু পেলাম না, বা কেউ কথা দিয়ে কথা রাখলো না, বা চাকরীতে প্রমোশন হলো না, ঠিক নিজেকে গ্রহণযোগ্য করতে পারছি না, দুম করে জীবনের প্রতি অবেহলা করে বসি, হতাশ হই। বেঁচে থাকিও যদি সেই বাঁচাকে নিরানন্দ করে আরও কষ্টে থাকি, কষ্টে রাখি প্রিয়জনকে। ভুলে যাই আমার একটি হাসিমুখ আমার সহকর্মী, আমার স্ত্রী, আমার পরিজনের কত প্রিয়। আমরা তাই ঢাকা শহরে মানুষকে কেবল ছুটতে দেখি, হাসতে দেখি না। সবাই ছুটছে। জীবনের পাশে, প্রিয়জনের পাশে এমনকি নিজের পাশে একটু অবসর আমাদের নেই, আমরা নিজেকে আনন্দে রাখার বদলে জীবনকে এক পরীক্ষাগার জেলখানা বানিয়ে রেখেছি।

নিউইয়র্ক শহরের সাইকোথেরাপিস্ট এবং সাইকোঅ্যানালিস্ট জেসন হুইলার বলেন, "আমাদের জীবনে প্রতিদিন অনেক কিছুই ঘটে, কিন্তু তার বাইরেও আমাদের আরও অন্য অনেক কিছু করতে হবে। যার মধ্যে অন্যতম হলো নিজেকে আনন্দে রাখা।" নিজেকে ভালো রাখার ব্যাপারে এবং আনন্দে থাকার জন্যে আমাদের সবসময় চেষ্টা করে যেতে হবে। সাইকোলোজিস্টরা দারুন চারটি উপায় বের করেছেন, যেটা প্রতিটা ব্যাক্তিকে আলাদা আলাদাভাবে সুখে থাকতে সাহায্য করবে। তবে আমি তার সাথে আরেকটি যোগ করে বলতে চাই...

০১। উৎফুল্ল এবং প্রাণবন্ত থাকার চেষ্টা করা

উৎফুল্ল এবং প্রাণবন্ত থাকার জন্যে শুধুমাত্র যে মেডিটেশন কিংবা ইয়োগা করতে হবে এমন কোন কথা নেই। ইয়োগা করার সময়ে অথবা মেডিটেশন করার সময়ে কেউ উৎফুল্ল থাকতে পারেন অথবা মানসিকভাবে অনেক শান্তিতে থাকতে পারেন সেটা কিন্তু নয়। সাঁতার কাটার সময়েও কেউ চাইলে অনেক প্রাণবন্ত থাকতে পারেন। এই ব্যাপারটি সম্পূর্ণই নির্ভর করে নিজের উপরে। যে কোন কাজ অনেক আনন্দের সাথে, উৎফুল্লতার সাথে করতে পারলে এবং সেই সময়টুকুতে নিজের সবটুকু মনোযোগ শুধুমাত্র সেই কাজের মধ্যে দিয়ে দিলে শারীরিক এবং মানসিকভাবে অনেক বেশী প্রাণবন্ত থাকা যায়। তাই যখন কেউ সাঁতার কাটবে তখন তার মনে শুধুমাত্র সেই সাঁতার নিয়েই ভাবতে হবে, সেদিকেই মনোযোগ দিতে হবে। জেসন হুইলার বলেন, "ভালোভাবে সাঁতার কাটার জন্যে, আমি যেটা করছি সেটাতেই আমাকে মনোযোগ দিতে হবে এবং আমি সাঁতারের প্রতিটা স্ট্রোকে, প্রতিটি নিঃশ্বাসের মাঝে বেঁচে থাকে এটা নিজের মধ্যে ধারণ করতে হবে।"

২। জীবনে সবকিছুর জন্য কৃতজ্ঞ থাকা

অনাকাঙ্খিতভাবে ছুটির দিন পাওয়ার জন্যে অথবা কোন উপহার পাওয়ার জন্যেই নয়- নিজের জীবনের ছোটখাটো সবকিছুর জন্যে কৃতজ্ঞ থাকতে হবে। প্রতিদিনের জীবনের সবকিছুর জন্যে, সবকিছুর প্রতিই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে নিজের মাঝে। গবেষণা থেকে দেখা গেছে যে, ছোটখাটো থেকে বড়- সকল বিষয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করার অভ্যাস গড়ে তুললে নিজের মাঝে হতাশা তৈরি হয় না এবং রাতে ঘুম খুব ভালো হয়। আপনি যদি অনেক বেশী হতাশা বোধ করে, মন যদি খুব বেশী খারাপ হয়ে থাকে তবে নিজের জীবনের কী কী বিষয়ের প্রতি আপনি কৃতজ্ঞ তার একটা লিস্ট করে ফেলতে পারেন। এতে করে, নেতিবাচক সকল বিষয়ের উপর থেকে আপনার দৃষ্টি ইতিবাচক দিকে ঘুরে যাবে। নিজের জীবনের সকল ভালো কিছুকে বুঝতে পারা এবং তার জন্যে নিজের মধ্যে কৃতজ্ঞতা বোধ তৈরি করা মানসিক স্বাস্থ্যের জন্যে খুবই উপকারি।

৩। শরীরচর্চা এবং ব্যায়াম করার অভ্যাস গড়ে তুলুন

ব্যায়াম করার মাধ্যমে মাথা থেকে সকল আজেবাজে চিন্তা এবং দুশ্চিন্তা দূর করে ফেলা সম্ভব হয়। তবে মানুষভেদে শরীরচর্চা একেকজনের জন্যে একেক রকম হতে পারে। কারোর হয়তো দৌড়াতে ভালো লাগে, আবার কারোর ভালো লাগবে হেভি কার্ডিও ব্যায়াম। তবে, যার যেটাই ভালো লাগুক না কেন, নিজের মনকে ভালো রাখার জন্যে ব্যায়াম করা খুবই চমৎকার একটি উপায়। শরীরচর্চার ফলে শরীরে আড্রেনালাইন এর মাত্রা অনেক বেড়ে যায়, ফলে এনড্রোফিন্স নিঃসৃত হয়। যা মন ভালো রাখতে সাহায্য করে থাকে। সাম্প্রতিক এক গবেষণা থেকে দেখা গেছে যে, অল্প এবং হালকা ধরণের শারীরিক কর্মকান্ড ভারী কোন ব্যায়ামের চাইতেও বেশী কার্যকরী মন ভালো রাখার জন্য।

৪। সকলের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করুন

সদ্য বিবাহিত যুগলদের উপরে করা একটি গবেষণার ফল ২০১৫ সালে জার্নাল অব সোশ্যাল এন্ড পারসনাল রিলেশনশীপ এ প্রকাশ করা হয়। এই গবেষণা থেকে দেখা গেছে, যে সকল স্ত্রী তাদের স্বামীদের আবেগ-অনুভূতির প্রকাশকে দমিয়ে রাখে এবং প্রকাশ করতে বাঁধা দেয়, তাদের বিয়ের স্থায়িত্ব এবং বৈবাহিক অবস্থা খারাপ হতে শুরু করে। কাছের এবং প্রিয় মানুষদের সাথে ভালোমতো যোগাযোগ তৈরি করাটা অনেক ক্ষেত্রেই অনেকের জন্য খুব কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। তবে, খুব দারুন এবং চমৎকার ভালোবাসার সম্পর্ক পেতে চাইলে এই কাজটা করতেই হবে। নিজেকে অপরের সাথে মানসিকভাবে সম্পূর্ণরূপে যুক্ত হবার চেষ্টা করতে হবে। পরিবারের মানুষ, বন্ধু কিংবা ভালোবাসার মানুষের সাথে দারুন একটা সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে পারার মধ্যেই সত্যিকারের আনন্দ বিরাজ করে। অর্থবহ সম্পর্ক সত্যিকার অর্থেই মানসিক শান্তি এবং জীবনের মাঝে ছন্দ নিয়ে আসে।

০৫। ভ্রমণে বাড়ে আত্মবিশ্বাস, ভ্রমণে বাড়ে জ্ঞান

"দেশে দেশে কত না নগর রাজধানী /মানুষের কত কীর্তি, কত নদী গিরি সিন্ধু মরুভূমি/কতনা অজানা জীব, কত না অপরিচিত তরু রয়ে গেল অগোচরে"...

ভ্রমণ নিয়ে বিখ্যাত সাংবাদিক ও লেখক মার্ক টোয়েন বলেছেন 'আজ থেকে বিশ বছর পর আপনি এই ভেবে হতাশ হবেন যে, আপনার পক্ষে যা যা করা সম্ভব ছিল তা করতে পারেননি। তাই নিরাপদ আবাস ছেড়ে বেরিয়ে পড়ুন। আবিষ্কারের জন্য যাত্রা করুন, স্বপ্ন দেখুন আর শেষমেশ আবিষ্কার করুন'। ভ্রমণে বাড়ে মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা কিছুদিন একটানা শুধু কাজ করলে দেখা যায় আমাদের মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা কমে আসে অর্থাৎ মস্তিষ্ক ক্লান্ত হয়ে পড়ে তখন যতই চেষ্টা করা হোক না কেন মস্তিষ্ক যেন আর কথাই শুনতে চায় না। কারণ সে তখন চাইছে বিশ্রাম তখন যদি মস্তিষ্কের বিনোদনের জন্য কাছের কোন জায়গা থেকে একটু বেড়িয়ে আসা যায় যেমন-পাশের কোন লেক, কোন হেরিটেজ, কোন খোলা জায়গা যেখানে প্রকৃতি ও আকাশ একখানে মিলে গেছে, তখনি দেখবেন মস্তিষ্কের পুষ্টি কাকে বলে ! মগজের পুষ্টি বা মস্তিষ্কের পুষ্টির খোরাক জোগায় ভ্রমণ ।

আমরা সবসময়ই জীবন নিয়ে উদ্বিগ্ন। সারাক্ষণ লেগে আছে প্রতিযোগিতা, সারাক্ষণ হেরে যাওয়ার ভয়। এই সবকিছুর মধ্যে আমাদের মস্তিষ্ক কখনোই বিশ্রাম পায় না। এর জন্য প্রয়োজন ভ্রমন।

নিজেকে ভালো এবং আনন্দে রাখার জন্যে নিজেকেই কাজ করতে হবে, চেষ্টা করতে হবে। নিজের ভেতর থেকেই এই বোধটা এবং অভ্যাসটা গড়ে তুলতে হবে যে- "আমি ভালো থাকতে চাই এবং আনন্দে থাকতে চাই।" তবেই চারপাশের সকলের সাথে এবং সকল কিছু থেকে ভালো থাকার উপকরণগুলো তুলে নেওয়া সম্ভব হবে। সেই সাথে আপনার পাশের মানুষটিকেও ভালো রাখা সহজ হয়ে যাবে।

সূত্র – simple capacity

লেখিকা আইসিবি খুলনা শাখার সিনিয়র অফিসার

বি. দ্র. অভিব্যক্তি বিভাগের লেখাসমূহ লেখকের সম্পূর্ণ নিজস্ব মতামত।

আইসিবির অগ্রযাত্রায় স্বীকৃতি/অর্জন

18th ICAB National Award
Best Presented Annual Report-2017

AlphaRating

15 November, 2018

Managing Director
Investment Corporation of Bangladesh
BDBL Bhaban, 08, Rajuk Avenue, Dhaka-1000.

Subject: Credit Rating of Investment Corporation of Bangladesh.

Dear Sir,

We are pleased to inform you that Alpha Credit Rating Limited (Alpha Rating) has assigned the following rating to **Investment Corporation of Bangladesh.**

Date of Declaration	Valid Till	Long Term Rating	Short Term Rating	Outlook
15 November, 2018	14 November, 2019	AAA	ST-1	Stable

The Short-term and Long-term rating is valid up to the earlier of 14 November, 2019 or the limit expiry date of respective credit facility. The rating may be changed or revised prior to expiry, if warranted by extraordinary circumstances in the management, operations and/or performance of the entity rated.

We, Alpha Credit Rating Limited, while assigning this rating to **Investment Corporation of Bangladesh**, hereby solemnly declare that:

(i) We, Alpha Credit Rating Limited as well as the analysts of the rating have examined, prepared, finalized and issued this report without compromising with the matters of our conflict of interest, if there be any; and

(ii) We have complied with all the requirements, policy and procedures of these rules as prescribed by the Bangladesh Securities and Exchange Commission in respect of this rating.

We hope the rating will serve the intended purpose of your organization.

With kind regards,

Pranabesh Roy, FCCA
Chief Strategy Officer

This letter forms an integral part of the credit rating report

Alpha Credit Rating Ltd., Sadharan Bima Bhaban-2 (8th floor), 139 Motijheel C/A, Dhaka-1000.
Tel : +88 02 9573025, 9573026, 9573027, 9573028, www.alpharating.com.bd

আইসিবি ও এর সাবসিডিয়ারি কোম্পানিসমূহের পণ্য ও সেবাসমূহ

পুঁজিবাজার বিষয়ক

- ইক্যুইটি, প্রাইভেট ইক্যুইটি এবং প্লেসমেন্ট শেয়ার-এর বিপরীতে অগ্রিম/বিনিয়োগ;
- শেয়ার পুনঃক্রয়ের বিপরীতে অগ্রিম;
- আইসিবি ইউনিট সার্টিফিকেট আইসিবি এএমসিএল কর্তৃক পরিচালিত সকল ইউনিট এবং বাংলাদেশ ফান্ড ইউনিট সার্টিফিকেটের বিপরীতে অগ্রিম;
- মার্চেন্ডাইজিং কার্যক্রম;
- সম্পদ ব্যবস্থাপনা;
- ইস্যু ম্যানেজমেন্ট;
- আন্ডাররাইটিং;
- ব্রোকারেজ সেবাসমূহ;
- ডিপি (ফুল সার্ভিস) সেবাসমূহ;
- মার্জার এবং এক্যুইজিশন;
- ট্রাস্টি ও কাস্টডিয়ান;
- পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনা;
- প্রেফারেন্স শেয়ারে বিনিয়োগ;
- স্টক মার্কেট লেনদেন;
- ডিবেঞ্চার ফাইন্যান্সিং;
- লিজ ফাইন্যান্সিং;
- ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ফাইন্যান্সিং।

মুদ্রাবাজার বিষয়ক

- সাবঅর্ডিনেটেড বন্ড, জিরো কুপন বন্ড, টিডিআর;
- ব্যাংক গ্যারান্টি;
- কর্পোরেট ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইস।

সরকারের এজেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন

- ইক্যুইটি এন্ড এন্ট্রাপ্রেনরশিপ ফান্ড;
- রাষ্ট্র মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের শেয়ার অফলোডিং;
- ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের জন্য বিশেষ প্রণোদনা স্কিম।

আইসিবি ও এর সাবসিডিয়ারি (এএমসিএল) কর্তৃক পরিচালিত বে-মেয়াদি ফান্ডসমূহের সার্টিফিকেটের বিক্রয় ও পুনঃক্রয়মূল্য

ইউনিট ফান্ডের নাম	ফান্ডের রেজিস্ট্রেশন তারিখ	সর্বশেষ মূল্য নির্ধারণী তারিখ	ইউনিট প্রতি বিক্রয় মূল্য (টাকায়)	ইউনিট প্রতি পুনঃক্রয় মূল্য (টাকায়)
আইসিবি ইউনিট ফান্ড	১০ এপ্রিল ১৯৮১	২৩ ডিসেম্বর ২০১৮	-*	২৭০.০০
বাংলাদেশ ফান্ড	০৪ মে ২০১১	০১ আগস্ট ২০১৮	৯৮.০০	৯৫.০০
আইসিবি এএমসিএল ইউনিট ফান্ড	০৩ জুন ২০০৩	০১ আগস্ট ২০১৮	২২১.০০	২১৬.০০
আইসিবি এএমসিএল পেনশন হোল্ডারস্ ইউনিট ফান্ড	১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৪	০১ আগস্ট ২০১৮	১৯০.০০	১৮৫.০০
আইসিবি এএমসিএল কনভার্টেড ফার্স্ট ইউনিট ফান্ড	০৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৪	০১ আগস্ট ২০১৮	১০.০০	৯.৭০
আইসিবি এএমসিএল ইসলামিক ইউনিট ফান্ড	৩০ জুলাই ২০১৫	০১ আগস্ট ২০১৮	১০.০০	৯.৭০
১ম আইসিবি ইউনিট ফান্ড	১১ এপ্রিল ২০১৬	০৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৮	১০.৫০	১০.২০
২য় আইসিবি ইউনিট ফান্ড	০৫ মে ২০১৬	১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৮	১১.৪০	১০.১০
৩য় আইসিবি ইউনিট ফান্ড	২৩ জুন ২০১৬	০৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৮	১১.৮০	১১.৫০
৪র্থ আইসিবি ইউনিট ফান্ড	২৩ জুন ২০১৬	০৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৮	১১.৩০	১১.০০
৫ম আইসিবি ইউনিট ফান্ড	২৩ জুন ২০১৬	১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৮	১১.৬০	১১.৩০
৬ষ্ঠ আইসিবি ইউনিট ফান্ড	০৯ আগস্ট ২০১৬	০৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৮	১২.৩০	১২.০০
৭ম আইসিবি ইউনিট ফান্ড	৭ নভেম্বর ২০১৬	০৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৮	১২.৪০	১২.১০
৮ম আইসিবি ইউনিট ফান্ড	১৫ মার্চ ২০১৭	১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৮	১১.৪০	১১.১০

*১ জুলাই ২০০২ তারিখ হতে ''এএমসিএল'' এর কার্যক্রম শুরু হওয়ায় আইসিবি ইউনিট ফান্ডের সার্টিফিকেট বিক্রয় কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে।

আইসিবি পরিক্রমা
সংখ্যা ২০| পৌষ ১৪২৫ |ডিসেম্বর ২০১৮

- আইসিবি ইউনিট সার্টিফিকেট ও আইসিবির সাবসিডিয়ারি কোম্পানি পরিচালিত ইউনিট সার্টিফিকেটসমূহ লিয়েন রেখে অগ্রিম প্রদান করা হয়।
- আইসিবি ডিবেঞ্চার ও বন্ড ইস্যুতে অর্থায়ন করে।
- ট্রাস্টি ও কাস্টডিয়ান;
- বাংলাদেশ ফান্ডে বিনিয়োগ করুন।

যৌতুক একটি সামাজিক ব্যাধি,
আসুন এই ব্যাধি নির্মূলে আমরা সকলে মিলে কাজ করি।

দৃষ্টি আকর্ষণঃ

আইসিবি তার কর্পোরেট সুশাসন পরিপালনে এবং জনস্বার্থ সুরক্ষায় অঙ্গীকারবদ্ধ। শেয়ারমালিক ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডারগণ সর্বোপরি জনসাধারণের আইসিবি সম্পর্কিত যে কোন অভিযোগ, অনুসন্ধান ও পরামর্শ থাকলে তা GRS ফোকাল পয়েন্টকে জানাতে পারেন।

যোগাযোগের ঠিকানা:

রিফাত আনোয়ার
GRS ফোকাল পয়েন্ট ও সহকারী মহাব্যবস্থাপক
ডিসিপ্লিন, গ্রিভেন্স এন্ড আপিল ডিপার্টমেন্ট
বিডিবিএল ভবন (লেভেল-১৪)
৮, রাজউক অ্যাভেনিউ, ঢাকা-১০০০।
e-mail : agm_discipline@icb.gov.bd
Phone No.: 9585092
Mobile : 01817085300

সুষ্ঠু ও স্থিতিশীল পুঁজিবাজার গঠনে আইসিবি এগিয়ে ...